W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 21 /WBHRC/SMC/2018

Dated: 23. 02. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the 'Anands Bazar Patrika,' a Bengali daily dated 23.02.2018, the news item is captioned "সিন্ডিকাটের বেভড়ক 'মার,' জখম মা-ছেলে"

Commissioner of Police, Kolkata is directed to enquire into the matter and to submit a report by 26th March, 2018.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

সিন্ডিকেটের বেধড়ক 'মার', জখম মা-ছেলে

নিজস্ব সংবাদদাতা

মায়ের নামে কটূক্তির প্রতিবাদ করেছিলেন ছেলে। তাই ছেলেকে রাস্তায় ফেলে মারধরের অভিযোগ উঠল ইট-বালি সরবরাহকারী এক সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে। ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে রক্ষা পাননি মা-ও। মেরে তাঁর দু'টি আঙুল ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। বুধবার রাতের এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্তও কাউকে ধরতে পারেনি পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, চারু মার্কেট থানা এলাকার ইজ্জাতুল্লাহ লেনের বাসিন্দা, পেশায় অটোচালক দীপঙ্কর সাধুখাঁ বুধবার রাত ১১টা নাগাদ মোটরবাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। বাড়ির কিছুটা দূরেই কে পি দত্ত লেনের পাম্পঘরের কাছে ইটবোঝাই একটি ট্রাক তাঁর বাইকের সামনে চলে আসে। দীপঙ্করের কথায়, "জরুরি ফোন এসেছিল। কথা বলছিলাম। তাই দশ চাকার ইটবোঝাই ট্রাকটি সামনে এসে পড়লেও আমার সরতে কয়েক সেকেন্ড দেরি হয়। সেই অপরাধে সিন্ডিকেটের ছেলেরা আমাকে মা তুলে খুব বিশ্রী গালাগালি দেয়। আমি তখন চলে গেলেও মিনিট দশেক পরে যখন ফিরছি, তখন মনে হল, ওই ভাবে গালাগাল দেওয়ার বিরুদ্ধে কিছু বলা দরকার।" দীপঙ্করের অভিযোগ, "আমি প্রতিবাদ করতেই সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত অর্জুন, টুকাই, ভুদো, মেদো-রা আমার দিকে তেড়ে ছেলেকে নিয়ে চারু মার্কেট থানায় যান রাখিদেবী। চার জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশই জখম মা ও ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেয় হাসপাতাল।

ইজ্জাতুল্লাহ লেনের একচিলতে ঘরে ছেলে দীপঙ্করকে নিয়ে থাকেন পেশায় বেসরকারি সংস্থার কর্মী রাখিদেবী। স্বামী বছর দশেক আগে মারা গিয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে সেই বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, বিছানায় শুয়ে রয়েছেন দীপঙ্কর। উঠে বসারও ক্ষমতা নেই। ঠোঁট ফুলে রয়েছে। রাখিদেবীর অভিযোগ, "এলাকায় সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য দিনদিন বাড়ছে। প্রশাসনের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। ওদের বিরুদ্ধে একটু মুখ খোলা মানেই মানুষকে নাস্তানাবুদ হতে হবে।"

এ দিন দুপুরে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেল, সরু রাস্তার একপাশে ডাঁই করে রাখা ইট ও বালি। যার জেরে সঙ্কীর্ণ পরিসরে গাড়ি চলাচলেও সমস্যা হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক বাসিন্দার অভিযোগ, "ইট, বালি রাস্তার উপরেই পড়ে থাকবে। কোনও ভাবেই তার প্রতিবাদ করা যাবে না। সিন্ডিকেটের এই অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। শাসক দলের প্রশ্রয়েই এদের রমরমা।" বাসিন্দাদের অভিযোগ প্রসঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর মমতা মজুমদার বলেন, "যাদের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ

...া হাসপাতালের সার্বিক ...নিয়ে আলোচনার জন্য ...ী কল্যাণ সমিতি চিকিৎসক ও রোগীর পরিজনদের মধ্যে নিয়মিত বৈঠকের ব্যবস্থা করে না কেন?" তাঁর মতে, পরিকাঠামোগত ত্রুটি ঢাকতেই চিকিৎসকদের 'শত্রু' হিসেবে তুলে ধরতে চাইছেন রাজনৈতিক নেতারা। তিনি বলেন, "জুনিয়র ডাক্তারদের সামনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে মার্শাল আর্ট তুলে ধরাটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। পরিকাঠামোর উন্নতি, চিকিৎসকদের মন্তব্য, "তাইকোন্ডো শেখা মানে মারামারিকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়। এই প্রশিক্ষণ মানসিক ভাবে দৃঢ় তৈরি করে। যে কোনও কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেকে স্থির রাখার সাহস জোগায়। আবার একই সঙ্গে আত্মরক্ষা করতেও শেখায়। আত্মরক্ষার অধিকার তো সকলেরই রয়েছে।" পরিকাঠামোর উন্নতি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, "উন্নতির কোনও শেষ হয় না। গত কয়েক বছরে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর কতটা উন্নতি হয়েছে, সেটা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। আরও উন্নতি হবে।"

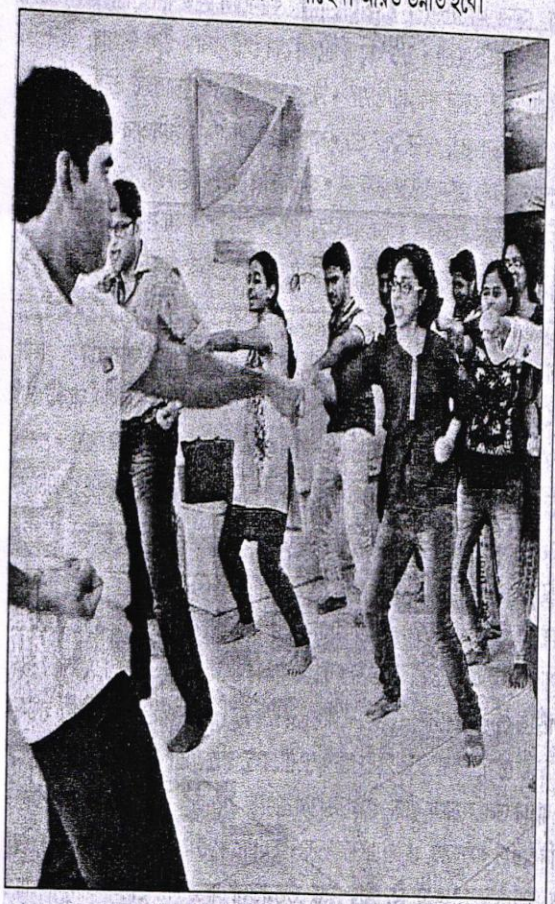

■ **আত্মরক্ষা:** ডাক্তারি পড়ুয়াদের তাইকোন্ডো প্রশিক্ষণ চলছে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। *ফাইল চিত্র*

রিমার্কে রয়েছে, সন্তোষজনক নয়। ওই তেরোটির মধ্যে দুটো সংস্থার জল আবার নামী ব্র্যান্ডের। ওই ব্র্যান্ডের জল নকল হচ্ছে কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই ফুড সেফটি দফতরে জল্পনা শুরু হয়েছে। পুরসভা সূত্রে খবর, একাধিক সংস্থার বৈধ কাগজও নেই।

মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ বলেন, "কয়েকটি বোতলের জলে উদ্বেগজনক মাত্রায় কলিফর্ম মিলেছে।" সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে জানতে চাইলে পুর স্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিক জানান, পুর আইনে কিছু করার নেই। এনফোর্সমেন্ট শাখা বিষয়টা দেখছে।

আন্ত্রিকের প্রকোপের পরে আঙুল উঠেছিল, পুরসভার সরবরাহ করা জলে। পুরসভার নিজস্ব পরীক্ষায় একাধিক জায়গার সরবরাহ করা জল এবং বোতলবন্দি জল পরীক্ষা করে তখন কলিফর্ম ব্যাক্টিরিয়াও মেলে। যদিও মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় জানান, পুরসভার জল নিরাপদ। এর পরেই মেয়র পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করে মঙ্গলবার থেকে বোতলবন্দি জলের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট শাখা এবং ফুড সেফটি দফতরের যৌথ অভিযান চালু করেন। যার অধিকাংশই হয় কলকাতা পুরসভার ৫, ৬, ৭ এবং ১২ নম্বর বরোয়। এ দিনও বড়বাজার এলাকা-সহ চারটি জায়গা থেকে বোতলবন্দি জলের নমুনা সংগ্রহ করে পুরসভা।

এ দিকে, অভিযানে সামিল এনফোর্সমেন্ট শাখার এক অফিসার বলেন, "এটা কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন খাদ্য আইনের আওতায় রয়েছে। সেই নিয়ম মেনেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

অভিযোগ। বুধবার রাতের এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্তও কাউকে ধরতে পারেনি পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, চারু মার্কেট থানা এলাকার ইজ্জাতুল্লাহ লেনের বাসিন্দা, পেশায় অটোচালক দীপঙ্কর সাধুখাঁ বুধবার রাত ১১টা নাগাদ মোটরবাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। বাড়ির কিছুটা দূরেই কে পি দত্ত লেনের পাম্পঘরের কাছে ইটবোঝাই একটি ট্রাক তাঁর বাইকের সামনে চলে আসে। দীপঙ্করের কথায়, "জরুরি ফোন এসেছিল। কথা বলছিলাম। তাই দশ চাকার ইটবোঝাই ট্রাকটি সামনে এসে পড়লেও আমার সরতে কয়েক সেকেন্ড দেরি হয়। সেই অপরাধে সিন্ডিকেটের ছেলেরা আমাকে মা তুলে খুব বিশ্রী গালাগালি দেয়। আমি তখন চলে গেলেও মিনিট দশেক পরে যখন ফিরছি, তখন মনে হল, ওই ভাবে গালাগাল দেওয়ার বিরুদ্ধে কিছু বলা দরকার।" দীপঙ্করের অভিযোগ, "আমি প্রতিবাদ করতেই সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত অর্জুন, টুকাই, ভুদো, মেদো-রা আমার দিকে তেড়ে আসে। ধাক্কা মেরে আমাকে রাস্তায় ফেলে কিল-চড়-ঘুষি মারতে থাকে।" দীপঙ্কর জানান, মারের চোটে তাঁর ঠোঁট, কান ফেটে রক্ত বেরোতে থাকে। ইতিমধ্যে এক প্রতিবেশী দীপঙ্করের মাকে খবর দেন। মা রাখি সাধুখাঁ ছুটে এসে ছেলেকে বাঁচাতে গেলে ওই যুবকেরা তাঁকেও রেয়াত করেনি বলে অভিযোগ। রাখিদেবীর বাঁ হাতের দু'টি আঙুল ভেঙে যায়।

মিনিট দশেক এই তাণ্ডব চলার পরে সিন্ডিকেটের ছেলেরা এলাকা ছেড়ে পালায়। রক্তাক্ত অবস্থায় রাখিদেবী। স্বামী বছর দশেক আগে মারা গিয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে সেই বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, বিছানায় শুয়ে রয়েছেন দীপঙ্কর। উঠে বসারও ক্ষমতা নেই। ঠোঁট ফুলে রয়েছে। রাখিদেবীর অভিযোগ, "এলাকায় সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য দিনদিন বাড়ছে। প্রশাসনের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। ওদের বিরুদ্ধে একটু মুখ খোলা মানেই মানুষকে নাস্তানাবুদ হতে হবে।"

এ দিন দুপুরে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেল, সরু রাস্তার একপাশে ডাঁই করে রাখা ইট ও বালি। যার জেরে সঙ্কীর্ণ পরিসরে গাড়ি চলাচলেও সমস্যা হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক বাসিন্দার অভিযোগ, "ইট, বালি রাস্তার উপরেই পড়ে থাকবে। কোনও ভাবেই তার প্রতিবাদ করা যাবে না। সিন্ডিকেটের এই অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। শাসক দলের প্রশ্রয়েই এদের রমরমা।" বাসিন্দাদের অভিযোগ প্রসঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর মমতা মজুমদার বলেন, "যাদের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ উঠেছে, তাদের আমি চিনি না। তবে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে পুলিশের উচিত, কড়া ব্যবস্থা নেওয়া।"

মারধরের ওই ঘটনায় অভিযুক্ত চার জনের মধ্যে তিন জনকে চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। চতুর্থ অভিযুক্ত অর্জুনের বক্তব্য, "আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। আমি কোনও সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত নই। বুধবার রাতে ঘটনাস্থলে আমি ছিলামই না।" লালবাজারের এক কর্তা বলেন, "ঘটনার তদন্ত চলছে। ঠিক কী ঘটেছিল, জানার চেষ্টা হচ্ছে।"